বুশ-ফাহদ-সাবাহ-সাদ্দামঃ

সব ভূতের মুখে রাম নাম

ডঃ মোহাম্মদ ওমর ফারুক

সৌজন্যঃ **নাবিক** নিউজলেটার (জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৯১)

রাম আদৌ কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন কি না সে ব্যাপারে যথেষ্ঠ সন্দেহ-সংশয় অনেক হিন্দু মণীষীরাও প্রকাশ করেছেন। আর ভূত জাতীয় জীবের বিষয় উল্লেখই বাহুল্য। সেই ভূতের মুখেই যখন রাম নামের উলুধ্বনি ওঠে তখন তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। বর্তমানে পারস্য উপসাগরীয় যুদ্ধ এর এক প্রোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

সাদ্দাম হোসেন দ্বিতীয় কোন সালাহ্‌উদ্দীন নয়। ইসলাম ও মুসলিমদের সাথে তার 'দিল চস্‌পী'ও একেবারে রূপকথার (?) মতো। ইসলামের সাথে সার্বিক অর্থে সাংঘর্ষিক সমাজতন্ত্র আর আরব জাতীয়তাবাদের ককটেল Bathism-এর আদর্শের সেনাপতি সে। একনায়কত্বের এক নিকৃষ্ট প্রতিভূ এবং ক্ষমতার গভীর আসক্তিতে আক্রান্ত সাদ্দাম হোসেন ইসলামের সাথে তার শত্রুতা প্রকাশ্যে এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে দেখিয়েছে। যে দেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে সে নিজেকে দাবী করে, সে দেশের জনগণের ওপরেই সে স্বৈরাচার ও জুলুম নির্যাতনের যে স্টীম রোলার চালিয়ে এসেছে, সে ক্ষেত্রে ইতিহাসে তার প্রতিদ্বন্দ্বী খুব বেশী নেই। নির্বিচারে একের পর এক উলামাদের সে জীবনের ওপারে পাঠিয়েছে। তার ঘনিষ্ঠতম ব্যক্তিত্ব, প্রতিদ্বন্দ্বী অথবা বিরোধীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনমত নৃশংসতার নতুন নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। আফগানিস্তানে সোভিয়েত ইউনিয়নের এবং কাশ্মীরে ভারতের আগ্রাসী নীতির অকুণ্ঠ সমর্থন দিয়েছে। যে ইসরাইলের নিপাত তার লক্ষ্য বলে সে দাবী করে, সেই ইসরাইলের পরিবর্তে সে ১৯৮০ সালে ইসলামী বিপ্লবোত্তর ইরানের ওপর আগ্রাসন চাপিয়ে দেয়। দশ বছর পর সেই সাদ্দাম হোসেনই আপন ক্ষমতার সৌধের সংরক্ষণ ও প্রসারের লক্ষ্যে কুয়েতে আগ্রাসন করে। তার নিজের আগ্রাসনের ফলে সে যদি নিজে অবরুদ্ধ না হোত তাহলে হয়ত তার Scud-গুলো কখনোই ইসরাইলমুখী হোত না। সেই সাদ্দাম হোসেন আজ যখন ইসলাম আর জিহাদের কথা, মুসলিম বিশ্বের ঐক্যের কথা, বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসীদের মধ্যে দ্বন্দ্বের কথা, এবং সর্বোপরি ইসলামের প্রাণকেন্দ্র মক্কা-মদীনা উদ্ধারের কথা বলে, তখন এটা 'ভূতের মুখে রাম নাম' ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে?

কিন্তু তার চেয়েও আরও বেশী হাস্যকর হচ্ছে, পারস্য উপসাগরীয় যুদ্ধে মিত্রশক্তির কর্মকান্ড ও দাবী-দাওয়া। সাদ্দামের কর্মকান্ডের বিভৎসতা যদি সত্যিই আমাদের মধ্যে নেতিবাচক সংবেদনশীলতার উদ্রেক করে, তাহলে ভাবা দরকার তাদের কথা, যাদের প্রয়োজনেই সাদ্দামের মত লোকেরা গড়ে ওঠে, ক্ষমতাশালী হয় এবং ক্ষমতায় টিকে থাকে।

মুসলিম বিশ্ব যখন পাশ্চাত্যের ঔপনিবেশিকতার নাগপাশে প্রত্যক্ষভাবে আবদ্ধ ছিল, তখন ঔপনিবেশিক শক্তির পরিকল্পনা মাফিকই দুই ধরণের বিশেষ গোষ্ঠী মুসলিম বিশ্বে গড়ে ওঠে। এক দল হচ্ছে, যারা ঔপনিবেশিক শক্তির স্বার্থবাহী পোষ্য হিসেবে ঔপনিবেশিকোত্তর তথাকথিত স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলোর ক্ষমতায় জেঁকে বসে। সৌদী আরব, কুয়েত, মিশর, মরক্কো থেকে শুরু করে বাংলাদেশ-পাকিস্তানের মত সব দেশগুলোতেই এমন এক ক্ষমতাশালী গোষ্ঠী ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে যাদের নির্বাচনী মহড়া অথবা সামরিক অভ্যূত্থান নিছক ক্ষমতার পরিবর্তনের musical chair খেলার মত। অন্যদিকে, এই ঔপনিবেশিকতার প্রভাবের বিরুদ্ধেই

সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার দাবী জানিয়ে ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছে আরেক গোষ্ঠী - যাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে কাদ্দাফী, সাদ্দাম, আসাদ - যারা তাদের ভূমিকার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে পাশ্চাত্যেরই স্বার্থোদ্ধার করে।

বিষয়টি অনুধাবণ করা খুব কঠিন নয়। পাশ্চাত্য সাদ্দামের অপসারণ চায় না, চায় শুধু একটি দুর্বল ইরাক, এতটুকু দুর্বল যাতে করে ইসরাইলের জন্য সে কোন রকম হুমকি না হয়, যাতে করে পাশ্চাত্যের স্বার্থরক্ষার জন্য পাশ্চাত্যেরই আঁকা সীমানাগুলো আক্রান্ত না হয়। অনুরূপভাবে সাদ্দামের মতই আমেরিকা, বৃটেন অথবা ইসরাইল চায় না ইয়াসির আরাফাতের অপসারণ, তাই যত আক্রমণ তার নিকট সহযোগিদের এবং পি-এল-ওর শক্তি-সামর্থ্যের ওপর। তাই পাশ্চাত্য গত চার শতাব্দীতে নিজের ক্ষমতার যে সৌধ রচনা করেছে, মানবাধিকার, ব্যক্তি-স্বাধীনতা, আন্তর্জাতিক আইন-কানুন ইত্যাদির শ্লোগান প্রকৃতপক্ষে সে সৌধ রক্ষার জন্য একটি কার্যকরী মুখোশ মাত্র। সেটাও ‘ভূতের মুখে রাম নাম’ নেয়ার মতই। পার্থক্য হচ্ছে, এক্ষেত্রে ভূতগুলো আরও বৃহদাকার, রাম ধ্বনিও আরও উচ্চকণ্ঠে।

আমেরিকার জাতীয় স্বার্থে যদি প্রয়োজন পড়ে, তবে গ্রানাডায় যা কিছুই করা হোক তা আগ্রাসন নয়। জাতীয় স্বার্থে যদি প্রয়োজন হয়, অন্যদেশের রাষ্ট্রপ্রধান পানামার নরিয়েগাকে ধরে নিয়ে এসো। প্রয়োজন হলে, লাইবেরিয়া গিয়ে কাজ উদ্ধার করো। কিন্তু সেগুলো না আন্তর্জাতিক নিয়ম-কানুনের লংঘন, আর না অসভ্য আচরণ। সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন আফগানিস্তানে আগ্রাসন চালায়, তখন আমেরিকার মূল্যবান বালকদের (boys) সে আগ্রাসন প্রতিরোধে পাঠানো হয়নি। অন্যতম কারণ ছিল যে সোভিয়েত ইউনিয়ন তখন ছিল প্রতিদ্বন্দ্বী পরাশক্তি। তাহলে আন্তর্জাতিক নিয়ম দাঁড়ায় এই যে, সবলের অন্যায়ের প্রতি হবে এক রকম আচরণ, আর অপেক্ষাকৃত দুর্বলের অনাচারের প্রতি হবে ভিন্নতর আচরণ। অবশ্য এটা ঠিক যে আন্তর্জাতিক আইনের কোথাও লেখা নেই যে এরকমটি করা যাবে না আর করলেও তা সভ্যতার খেলাপ বিবেচনা একেবারেই অসঙ্গত বৈকি।

আজ তার পুরনো সহযোগী, শুভার্থী, সাহায্যকারীরা (তাদের নিজেদেরই ভাষায়) ‘ঘৃণ্য, বর্বর, নৃশংস, দানব’ সাদ্দামের নিধনযজ্ঞে জীবনযুদ্ধে নেমেছে, সেই সাদ্দামকে এমন শক্তিশালী হতে তারাই আপ্রাণ সহযোগীতা করেছে ইরানের ইসলামী প্রজাতন্ত্রকে ধ্বংস করার জন্য। অবশ্য ওরা ছিল অনারব, ইরানী, তদুপরি আবার শিয়া; অতএব ওদের ব্যাপারে রাসায়নিক অস্ত্র থেকে শুরু করে সব কিছুই ছিল হালাল। অথচ কুয়েত আগ্রাসন করতে গিয়ে এমন একটি অপকর্মও করেনি যা সে কুয়েত দখলের আগে করেনি। একটি মৌলিক পার্থক্য হচ্ছে যে সে সবই ছিল পাশ্চাত্য আর তার পদলেহীদের স্বার্থে। কিন্তু দুর্বোধ সাদ্দাম এবার যে তাদেরই কাপড় নিয়ে টানাটানি শুরু করেছে। আর এটাই বা কোন্ আন্তর্জাতিক আইনে লেখা আছে যে মানদন্ডের দ্বিত্ব থাকা চলবে না? এটা ‘সভ্যতা’র যুগ কিনা!

যে কুয়েত-সৌদী আরব আমেরিকান স্বার্থের ধ্বজাবাহী হিসেবে ইরান-ইরাক যুদ্ধে সাদ্দামের বীরোচিত অবদানে সর্বতোভাবে সহযোগীতা করেছে, তাদেরই জাত ভাই আজ যখন বন্দুকের নল তাদের দিকে ঘুরিয়েছে এখন সে শান্তিভঙ্গকারী এক বর্বর দস্যু! যে দুটি রাজতন্ত্রের শুধু প্রতিষ্ঠাই নয়, বরং লালিত-পালিতও হচ্ছে ইসলামের শত্রুদের দ্বারা আজ সেই ফাহ্‌দ-সাবাহ্ অক্ষ উলঙ্গভাবে আপন চেহারায় মুসলিম উম্মাহ্‌র সামনে দন্ডায়মান। এ দুটি রাজতন্ত্রেরই প্রতিষ্ঠা হয়েছিল মুসলিম উম্মাহ্‌র ঐক্যের বাধনকে ছিন্ন করে আরব জাতীয়তাবাদের নামে এবং বৃটিশ রাজের সক্রিয় ও সশস্ত্র সহযোগীতায়। অসংখ্য মুসলিম নর-নারীর রক্তনদীর উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ইবনে সউদের রাজসৌধ। এখনো সেখানে মুসলিমদের কোন স্বাধীনতা নেই। প্রতিবাদী কণ্ঠকে নিঃস্তব্দ করানোর নৃশংসতায় সৌদী রাজতন্ত্র সাদ্দামের থেকে এক পাও পিছে নয়। কুয়েতের ইতিহাসওঅভিন্ন। অকুয়েতীদের প্রতি কুয়েতীদের আচরণ কিংবদন্তীসম। আমেরিকা ও ইসরাইলী লবির পোষ্য সরকারের করালগ্রাসে নিপতিত মিশরও ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য এক

বধ্যভূমিতে পরিণত হয়েছে। সাদ্দামের বিরুদ্ধে আদাজল খেয়ে লাগা সিরিয়ার হাফেজ আসাদের উল্লেখও বাহুল্য।

আপন আপন জনগণের অধিকারের কবরের ওপর যেসব সরকারের সৌধ রচিত ও প্রতিষ্ঠিত তাদের অনেকেরই মিলনকেন্দ্র হচ্ছে জাতিসংঘ। সেখানে সব রাম নাম জপা ভূতের কোরাস চর্চাও এক নতুন উত্তুঙ্গে উপনীত। কুয়েত মুক্ত করার নামে, সাদ্দামকে নয়, জাতি ও দেশ হিসেবে ইরাককে ধ্বংস করার লাইসেন্স সংগ্রহের আইনানুগ প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাতিসংঘকে কি ভাবেই না অপব্যবহার করা হলো। পাশ্চাত্য শক্তির জাতিসংঘের শুরু থেকে যত প্রস্তাব নেয়া হয়েছে, ফিলিস্তিন অথবা কাশ্মীরের ব্যাপারে আজ পর্যন্ত একটিও বাস্তবায়িত হয়নি। কিন্তু সাদ্দামের ব্যাপারে প্রস্তাব নিতে গিয়ে জাতিসংঘ শুধু ডায়রিয়াতেই ভূগলো না - এক নতুন উদ্দীপনায়, এক বিশ্বব্যাপী ঐকতানে সেগুলো বাস্তবায়নে নবযৌবন ফিরে পেল। তার পর পরই আবার দেখা গেল, ফিলিস্তিনি প্রসঙ্গে প্রস্তাব নিতে সে কি কোষ্ঠকাঠিন্য (constipation)! এই নতুন সভ্যতায় ভূত নেই, রামও নেই, আছে তবু ‘ভুতের মুখে রাম নাম’।

বর্তমান বিশ্বে যা কিছু হচ্ছে, বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বকে কেন্দ্র করে, তাতে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্‌র হিস্যা রয়েছে। কেন এবং কিভাবে মুসলিম সমাজে সাদ্দাম, আসাদ, সাবাহ্‌, মুবারক অথবা ইয়াহিয়ার মত ব্যক্তি বা গোষ্ঠী ক্ষমতায় আসে, তারা কোন্‌ মানদন্ডে মুসলিমদের জন্য গ্রহণযোগ্য, তাদের মত দুঃস্বপ্নগুলোকে নিয়ে যত সমস্যা তা সমাধানের জন্য কোন দিক নির্দেশনা কি ইসলামে নেই, এসব প্রশ্ন নিয়ে মুসলিম উম্মাহ্‌ এখনো যথাযথভাবে মাথা ঘামাতে শুরু করেনি। কিন্তু মুসলিম উম্মাহ যখন আপন পরিচিতি, দায়িত্ব ও যোগ্যতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে এই মৌলিক সমস্যাগুলো সমাধানে দৃঢ়সংকল্পভাবে এগিয়ে আসবে, তখন ইপ্সিত পরিবর্তন অবশ্যই সম্ভব।

[লেখক যুক্তরাষ্ট্রের আপার আইওয়া ইউনির্ভাসিটিতে অর্থনীতি ও ফাইন্যান্স-এর একজন সহযোগী অধ্যাপক।]

==

Personal Homepage: http://www.globalwebpost.com/farooqm
Genocide 1971: http://www.globalwebpost.com/genocide1971
Kazi Nazrul Islam Page: http://www.nazrul.org